৫ম অধ্যায় (আমাদের সংস্কৃতি)

ক. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিই

১। জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলা ভাষার স্থান কততম?
ক) ৩য়
খ) ৪র্থ
গ) **৫ম (√)**
ঘ) ৬ষ্ঠ

২। নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক কোনটি?
ক) **শাড়ি (√)**
খ) কামিজ
গ) স্কার্ট
ঘ) সালোয়ার

খ. বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিল করি

বাম পাশ	ডান পাশ
বাংলা	ভাষা
পানতোয়া	খাবার
কামিজ	মেয়েদের পোশাক
ঈদুল ফিতর	ধর্মীয় অনুষ্ঠান
লুঙ্গি	ছেলেদের পোশাক

গ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো কী কী?

উত্তর:
ভাষা, খাবার, পোশাক, প্রথা, আচার, বিশ্বাস, নিয়ম-কানুন, সংগীত, নৃত্য, উৎসব ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান—এসব মিলেই সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।

২. বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর কয়েকটি পোশাকের নাম লিখি।

উত্তর:
পিনন, হাদি, থামি, আঙ্গি, দকবান্দা, দকসারি ইত্যাদি।

ঘ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. আমাদের দেশে প্রচলিত সংগীত, নৃত্য ও উৎসবের একটি তালিকা তৈরি করি।

উত্তর:
বাংলাদেশের সংস্কৃতি অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। এখানে নানা ধরনের সংগীত, নৃত্য ও উৎসব প্রচলিত রয়েছে।

সংগীত:
বাংলাদেশে বাউল গান, জারি গান, সারি গান, ভাটিয়ালি, পল্লিগীতি, ভাওয়াইয়া, নজরুল সংগীত, রবীন্দ্র সংগীত ও আধুনিক গান খুব জনপ্রিয়। ফকির লালন শাহের লালনগীতি ও হাসন রাজার গানও মানুষের হৃদয়ে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।

নৃত্য:
আমাদের দেশে লোকনৃত্য, সৃজনশীল নৃত্য, শাস্ত্রীয় নৃত্য এবং নৃ-গোষ্ঠীর নৃত্য দেখা যায়। ধামাইল, জারি ও সারি গানের সঙ্গে নাচ, সাপুড়ে নাচ লোকনৃত্যের উদাহরণ। জুম নৃত্য, বাঁশ নৃত্য, থালা নৃত্য নৃ-গোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী নৃত্য।

উৎসব:
বাংলা নববর্ষ (পহেলা বৈশাখ), নবান্ন উৎসব, ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আজহা, দুর্গাপূজা, সরস্বতী পূজা, বুদ্ধপূর্ণিমা ও বড়দিন আমাদের দেশের প্রধান উৎসব।

এগুলো আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

---

২. আমি অংশগ্রহণ করেছি এমন একটি উৎসবের বর্ণনা লিখি।

উত্তর:
আমি প্রতি বছর **পহেলা বৈশাখ উৎসবে** অংশগ্রহণ করি। এটি বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন। এ দিন সকালে আমরা নতুন জামা কাপড় পরি। স্কুলে বা আশপাশে আনন্দ শোভাযাত্রা বের হয়। সবাই রঙিন মুখোশ, ব্যানার ও পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেয়।

বাড়িতে পান্তা ভাত, ইলিশ মাছ, ভর্তা ও বিভিন্ন পিঠা রান্না করা হয়। টেলিভিশনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখা যায়। গান, নাচ ও কবিতার মাধ্যমে নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হয়।

এই উৎসবের মাধ্যমে আমরা আনন্দ পাই এবং আমাদের সংস্কৃতিকে ভালোবাসতে শিখি।